স্বাগতম মাহে রমযান!

শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ আশ শামী
(আব্দুর রহিম আত্তুন)
হাফিজাহুল্লাহ

আত তাহায়া ফাউন্ডেশন
অনুলিখন ও প্রচার বিভাগ
রমযান ১৪৩৭ হিজরি / জুন ২০১৬
ইংরেজি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصَّلاة وأتَّم التَّسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য। সর্বোত্তম সালাত ও সবচে' পরিপূর্ণ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আমরা সকল মুসলিম উম্মাহকে, বিশেষ করে জিহাদ ও রিবাতের ভূমি শামের অধিবাসীদেরকে আমাদের কলবসমূহে এক সম্মানিত মেহমানের আগমনে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আর নিশ্চই তা হচ্ছে রমজানুল মুবারক মাস।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের রোযা রাখা ও তাহাজ্জুদ আদায় করতে সাহায্য করেন।

এটা হল সেই বরকতময় মাস, আমাদের সালাফে সালেহিনগণ যাকে সংবর্ধনা জানাতে কয়েক মাস যাবত প্রস্তুতি নিতেন এবং তেমনিভাবে রমযান শেষ হয়ে গেলে তাঁকে বিদায় জানাতে কয়েকমাস যাবত প্রস্তুতি নিতেন।

এটা হল এমন মুবারক মাস, যাতে আল্লাহ তায়ালার কাছে খালেস তাওবাহর জন্য প্রতিযোগিতা করা উচিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

{يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواتُوبُواإِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا}

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা।" সুরা তাহরিম-৮

অবশ্যই এই মুবারক মাসে আল্লাহ তায়ালার জন্য মুখলিস হতে হবে। কেননা এটা হচ্ছে ইখলাসের মাস, গোপন ইবাদতের মাস। সহিহ হাদিসে এসেছে-

كل عمل ابن آدم يضاعف لهالحسنه بعشرأمثالهاإلى سبعمئة ضعف إلاالصوم -يقول الله- إلاالصوم فإنه لي وأناأجزيبه

অর্থঃ- আদম সন্তানের প্রত্যেকটি আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, রোযা ব্যতিত। - আল্লাহ তায়ালা বলেন- কিন্তু রোযা ব্যতিত, কেননা রোযা আমার জন্য আর আমি নিজে তার প্রতিদান দিব।

রমযান মাস হচ্ছে কুরআনের মাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

{شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

অর্থঃ-

রমযান মাস হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। সুরা বাকারা-১৮৫

রমযান মাস হচ্ছে তাকওয়ার মাস। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

{.يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার।" সুরা বাকারা ১৮৩

এই বরকতময় রমযান মাস হচ্ছে রোযা ও তাহাজ্জুদের মাস।

হাদিস শরীফে এসেছে-

(من صام رمضان إيمانًاواحتسابًاغُفرله ماتقدم من ذنبه)

'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রমযানে রোযা রাখবে, তাঁর পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

(من قام رمضان إيمانًاواحتسابًاغُفرله ماتقدم من ذنبه.)

'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রমযানে কিয়ামুল্লাইল(তারাবীহ-তাহাজ্জুদ) আদায় করবে, তাঁর পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

রমযান মাস হচ্ছে রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। তার পুরোটাই রহমত, এবং পুরোটাই মাগফিরাত ও পুরো রমযানই জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করি তিনি যেন আমাদের উপর রহম করেন, আমাদের ক্ষমা করেন ও আমাদেরেকে এবং আমাদের পিতা-মাতাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন।

এই রমযান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। আর তা হচ্ছে লাইলাতুল কদর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

{إِنَّاأَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِالْقَدْرِ * وَمَاأَدْرَاكَ مَالَيْلَةُالْقَدْرِ * لَيْلَةُالْقَدْرِخَيْرٌمِنْ أَلْفِ شَهْرٍ}

'আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।শবে-কদর সমন্ধে আপনি কি জানেন?শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' সুরা কদর ১-৩

এইরমযানুল মুবারক মাস হচ্ছে জিহাদ ও শাহাদাত দ্বারা বরকতমণ্ডিত একটি মাস। হামলা, লড়াই ও বিজয় দ্বারা বরকতমণ্ডিত মাস। এই রমযানেই বদর আল কুবরা তথা গাওয়াতুল ফুরকান সংঘটিত হয়েছে। এই মাসেই মক্কা বিজয় হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই মাসের সম্মান ও মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিন। এই মাসেই সাকহাব, আইনে জালুত ইত্যাদি ঐতিহাসিক দিবস ও গৌরবময় ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে।

এই রমযানুল মুবারক মাস হচ্ছে দুয়া, বিনয়ী হওয়া, ইস্তিগফার ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকট প্রত্যাবর্তনের মাস। আর আল্লাহ তায়ালা সুরা বাকারাতে রোযার আয়াতের পর দুয়ার আয়াত নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَالدَّاعِ إِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوابِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' সুরা বাকারা-১৪৬

হে আমার মুসলিম ভাই! হে আমার রোযাদার ভাই! আপনার রোযা ও তাহাজ্জুদের সময়গুলোকে গনিমত মনে করুন! বিশেষ করে ইফতারের সময়টিকে নিজের জন্য আপনার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে দুয়ার জন্য গনিমত মনে করুন! ইসলামের সীমান্তসমূহ পাহারা দানকারী মুজাহিদ ও বিভিন্ন ফ্রন্টে লড়াইরত মুজাহিদদের জন্য দুয়া করতে, এতিম ও অসহায়দের জন্য দুয়া করতে, বাস্তুচ্যুত, গৃহহীন ও শরণার্থীদের জন্য দুয়া করতে,বন্দি ও অবরুদ্ধদের জন্য দুয়া করতে গনিমত মনে করুন! আপনার ইফতারের সময় এদের কাউকেই ভুলবেননা! তাঁদের জন্য খালেস ভাবে দুয়া করুন, যা আল্লাহ তায়ালার কাছে পৌছায়। আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত আপনাদের দুয়া কবুল করবেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি আমাদের উত্তমভাবে রোযা রাখতে ও লম্বা সময় তাহাজ্জুদ পড়তে, চোখকে অবনত রাখতে ও জবান হেফাজত করতে সাহায্য করুন। আমাদেরকে এবং আমাদের পিতা-মাতাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন!

হে আমার মুসলিম ভাই! আমার রোযাদার ভাই! আপনি ভুলে যাবেননা! যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}

'তোমাদের উপর রোযাকে ফরজ করা হল।' সেই আল্লাহ–ই বলেছেন

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ،}

'তোমাদের উপর কিতালকে ফরজ করা হয়েছে।'

সুতরাং আপনারা আনুগত্য, জিকির, ইবাদত, রোযা, তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত ও সর্বদা আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করার কাজে মনোনিবেশ করুন এবং এই বরকতময় মাস ও অন্যান্য মাসে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে জারি রাখুন!

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের উপর সাহায্য করেন, এই বরকতময় মাসে আমাদেরকে বিশাল বিজয় দান করেন। নিশ্চই তিনি দানশীল ও দয়াময়।

আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর প্রচুর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।

আপনার নেক দুয়ায় আমাদের ভুলবেননা!